অন্নদাশঙ্কর রায়

হট্টমালার দেশে

অন্নদাশঙ্কর রায়

শৈব্যা পুস্তকালয়

কলকাতা ৭০০০৭৩

ভূমিকা

চিলড্রেন বলতে ইংরেজীতে কেবল শিশু নয়, বালকবালিকাদেরও বোঝায়। ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস্ ইয়ার উপলক্ষে এই যে বইখানি প্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে এটি শিশুদের জন্য তো বটেই, আর একটু বড়ো বালকবালিকাদের জন্যও। ছোটদের জন্য লেখা আমার চারখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের নাম 'রাঙাধানের খৈ', 'ডালিমগাছে মৌ', 'আতাগাছে তোতা' ও 'হৈ রে বাবুই হৈ'। আরো একখানি যন্ত্রস্থ। নাম 'রাঙামাথায় চিরুণি'। প্রত্যেকটির থেকে দশটি করে ছড়া বাছাই করে মোট পঞ্চাশটি ছড়ার এই চয়নিকার নাম রাখা হলো 'হট্টমালার দেশে'। এগুলিই যে শ্রেষ্ঠ তা নয়, এগুলি রকমারি। এদের মধ্যে কবিতা, গান, ব্যালাড, লিমেরিক ইত্যাদিও আছে। কয়েকটি ছড়ায় আছে নাটকের মতো সংলাপ। নাটিকা সমেত আমার ছোটদের জন্যে লেখা ছড়ার সংখ্যা একশো সত্তরের বেশী। একটা সংকলনও প্রস্তুত করা হচ্ছে। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স ও আনন্দ পাবলিশার্স অনুমতি দিয়ে ও শৈব্যা পুস্তকালয় উদ্যোগী হয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়

২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০
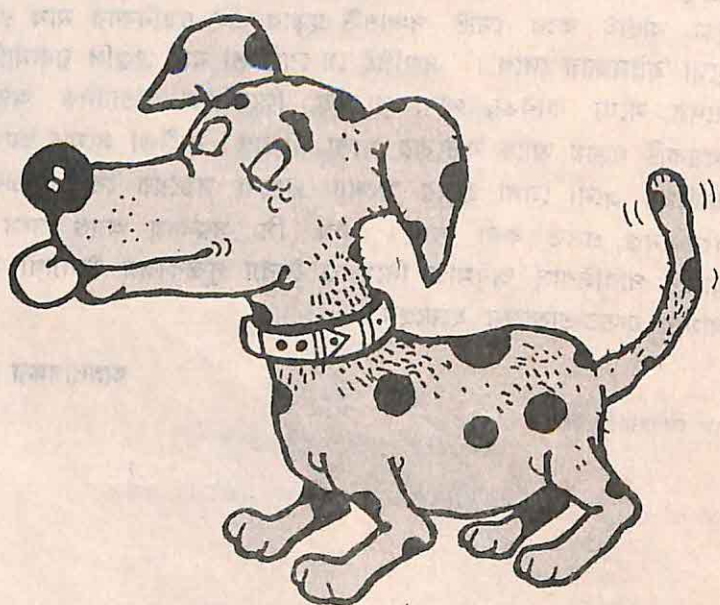
“খোকনমণির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে।”
—ছড়া

সূচীপত্র

১।	শিশুর প্রার্থনা	(রাঙাধানের খৈ)	১
২।	লিমেরিক	ঐ	২
৩।	নাগা খাঁ :	ঐ	৩
৪।	ঝুমঝুমি	ঐ	৪
৫।	নামকরণ	ঐ	৫
৬।	টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল	ঐ	৭
৭।	মুখে মুখে জবাব	ঐ	১১
৮।	খুকু ও খোকা	ঐ	১২
৯।	কাঁদুনি	ঐ	১৩
১০।	ময়নার মা ময়নামতী	ঐ	১৪
১১।	এই যে কুকুর	(ডালিমগাছে মৌ)	১৫
১২।	ঘোড়দৌড়	ঐ	১৬
১৩।	পার্বতীর ছড়া	ঐ	১৭
১৪।	বেড়াল ছানার হিমালয় ভ্রমণ	ঐ	১৮
১৫।	পুতুল	ঐ	২০
১৬।	যেখানে বাঘের ভয়	ঐ	২১
১৭।	পক্ষিরাজ	ঐ	২৫
১৮।	ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী	ঐ	২৭
১৯।	তিন হাতী	ঐ	২৯
২০।	হাভাতে	ঐ	৩২
২১।	মন কেমন করে	(আতাগাছে তোতা)	৩৩
২২।	হোঁদল	ঐ	৩৪
২৩।	ছোট্ট বীর পুরুষের কাহিনী	ঐ	৩৫
২৪।	বেড়ালের স্বপ্ন	ঐ	৩৭
২৫।	মহনা হাতীর কাহিনী	ঐ	৩৮

২৬।	ককার	ঐ	৪০
২৭।	চন্দনা	ঐ	৪২
২৮।	কালো	ঐ	৪৪
২৯।	ফলার	ঐ	৪৫
৩০।	আলাদীন	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৪৬
৩১।	ইন্দ্রলুপ্ত	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৪৭
৩২।	করিৎকর্মা	(রাঙামাথায় চিরুণি)	৪৭
৩৩।	লাল টুকটুক	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৪৮
৩৪।	ছোট্ট ঘোড়সওয়ার	(রাঙামাথায় চিরুণি)	৪৯
৩৫।	জলসা	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৫০
৩৬।	আদি যখন বড়ো হবে	ঐ	৫১
৩৭।	সমুদ্রস্নান	(রাঙামাথায় চিরুণি)	৫২
৩৮।	লিচুফল টক	ঐ	৫৩
৩৯।	কিস্‌মা কাঠবিড়ালীকা	ঐ	৫৪
৪০।	আগুন! আগুন!	ঐ	৫৬
৪১।	ধাঁধা	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৫৮
৪২।	কাকতালীয়	(রাঙামাথায় চিরুণি)	৫৯
৪৩।	নাও ভাসান	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৫৯
৪৪।	সাঁতার	ঐ	৬০
৪৫।	বাঘের গন্ধ পাঁউ	(রাঙামাথায় চিরুণি)	৬১
৪৬।	চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রা	ঐ	৬২
৪৭।	হুকুম	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৬৩
৪৮।	পায়রা	(আতাগাছে তোতা)	৬৪
৪৯।	হিংসুটে	(হৈ রে বাবুই হৈ)	৬৫
৫০।	আমার ঘরে আমি রাজা	(রাঙামাথায় চিরুণি)	৬৬

শিশুর প্রার্থনা

জগৎ জুড়ে ভয়ের মেলা
ভয় লাগে যে সারা বেলা
কেমন করে করব খেলা
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

ভয় ভেঙে দাও সকল লোকের
সকল রোগের সকল শোকের
সকল রকম ভয়ানকের
ভয় ভেঙে দাও প্রভু।

আমার খেলাঘর এ ধরা
আমার আপন জনে ভরা
পরকে চাই আপন করা
ভয় ভেঙে দাও প্রভু।

খেলব আমি আপন মনে
সারা দিবস অকারণে
তুমি থেকে সঙ্গোপনে
ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

(১৯৪৯)

লিমেরিক

(১)
এক যে ছিল মানুষ
নিত্য ওড়ায় ফানুষ।
অবশেষে একদিন
ব্যাপার হলো সঙ্গীন--
ফানুষ ওড়ায় মানুষ॥

(২)
এক যে ছিল অসুর
রাবণ তার শ্বশুর।
দু'বেলা তার বাবার
সামান্য জলখাবার
তিরিশ হাজার পশু॥

(৩)
একটি মেয়ে ছিল তার নাম মিনু
তার এক ভাই ছিল তার নাম চিনু।
আর তার পুতুল
তার নাম তুতুল,
গুণে দেখ--এক, দুই, তিনু॥
(১৯৩৭)

নাগা খাঁ
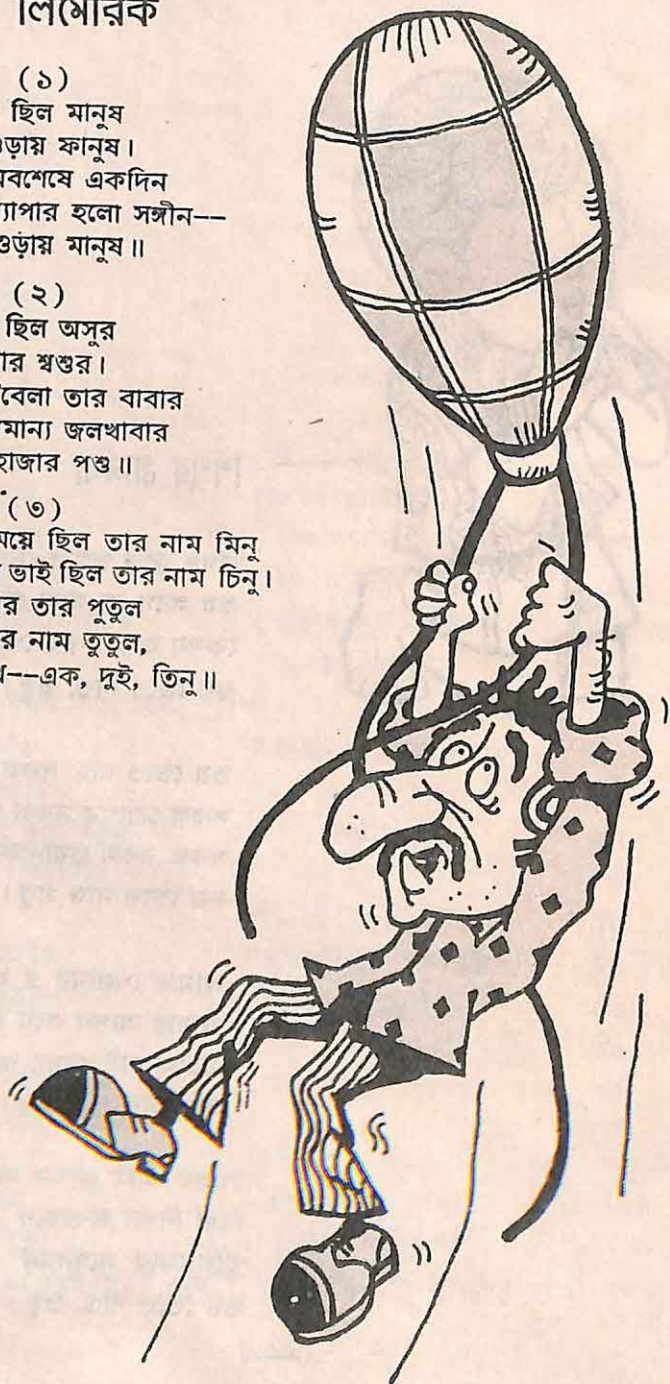
আগরতলার
আগা খাঁ
সোঁদরবনের
বাঘা খাঁ।
এঁদের সঙ্গে
মারামারি
করতে যাবে
এই পাড়ারই
দেড় বছরের
নাগা খাঁ।
(১৯৪২)

ঝুমঝুমি

দিদির মতন লক্ষ্মী মেয়ে
নও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
মিষ্টি লাগে দুষ্টু মেয়ের
দুষ্টুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি মেয়ের
মিষ্টুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দেখন হাসি, হেসে আকুল
হও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
কাঁদো যখন, কী বেদনা
সও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।
দিদির মতন শান্ত মেয়ে
নও তুমি গো, ঝুমঝুমি।
কেমন মেয়ে কও তুমি।

(১৯৪৬)

নামকরণ

খাটবে না খুটবে না
পড়বে না শুনবে না
লিখবে না শিখবে না কিচ্ছু
—এ ছেলেটা বিচ্ছু।

কাঁদবেই কাটবেই
খুঁৎ খুঁৎ করবেই
কিছুতেই হবে নাকো তুষ্টু
—এ মেয়েটা দুষ্টু।

খেতে দিলে ছড়ায়
ফেলে রাখে, পালায়
বোঝে নাকো বাপ মা'র দুখ্‌খু
—এ ছেলেটা মুখ্‌খু।

চকোলেট লেমনেড
সন্দেশ কাটলেট
সবকিছু চাই তার আজই
—এ ছেলেটা পাজী।

চুষছে তো চুষছেই
মুখে পুরে পুষছেই
চানাচুর চাটনি কি মিশ্রী
—এ মেয়েটা বিশ্রী।

বাপ যত কিনছে
ছেলে তত ছিড়ছে
জামা জুতো ধুতী আর চাদর
—এ ছেলেটা বাঁদর।

মিষ্টি মিষ্টি হাসে
চুপি চুপি কাছে আসে
নাকে মুখে দিয়ে যায় নস্যি
—এ মেয়েটা দস্যি।

দেখে যদি গয়না
ধরে শুধু বায়না
বলে, "আমি এমনটি পাইনি"
—এ মেয়েটা ডাইনী।

(১৯৪৩)

টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল

এক ছিল টুনটুনি দেখতে খাসা
দুষ্টু বেড়াল তার ভাঙ্‌ল বাসা।
বাসা ছিল বাগানে বেগুন গাছে
টুনটুনি চলল রাজার কাছে।

বলল, রাজা, তুমি খাচ্ছ খাজা,—
দুষ্টু বেড়ালটাকে কে দেবে সাজা?
রাজা শুনে হাঁকল, বিল্লী লে আও।
লোক লস্কর হলো অমনি উধাও।

রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল ভাগে,
বেগুন গাছের পানে কামান দাগে
বেড়াল তা দেখে দেয় চার পায় লাফ
দেবদারু গাছে উঠে করে দুপদাপ।

ডায়নামাইট এলো গাছ ওড়াতে--
সাবধানে রাখা হল তার গোড়াতে।
কোটাল আগুন দিতে আঙুল বাড়ায়
বেড়াল দেখ্‌ল আর নেই যে উপায়।

পথ দিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ার গাড়ী---
ঝাঁপ দিয়ে পড়ল উপরে তারি।
বাপ বলে গাড়োয়ান চাবুক চালায়
ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো দৌড়ে পালায়।

লোক লস্কর কেউ নাগাল না পায়
চোখে মুখে ধুলো খেয়ে থমকে দাঁড়ায়
শহরের বাইরে বাগানবাড়ী
সেইখানে থামল ঘোড়ার গাড়ী।

গাড়ী থেকে নামলো দুষ্টু পুষি
প্রাণে বেঁচে আছে বলে বেজায় খুশি
মিঠে সুরে ডাকল মিআঁও মিআঁও
খোকা খুকু, কে আছো, আশ্রয় দাও।

খুকু ছিল ছুটে এলো, কোলেতে নিল,
পরম আদর করে খাবার দিল।
দুষ্টু বেড়াল হল মিষ্টি বেড়াল
ভাঙে না পাখীর বাসা খুকুর দুলাল।

হাত তুলে খেলা করে খুকুর সাথে
দুধু আর ভাতু খায় খুকুর পাতে।
ওদিকে তো রাগ করে বসেছে রাজা
খায় না মোহনভোগ, খায় না খাজা।

যাকে দেখে তাকে বলে, বিল্লী কাঁহা?
কে দেয় জবাব? কেউ জানে না, আহা!
চাকরি থাকে না দেখে চলল উজির
রাখল না কিছু বাকী খোঁজা ও খুঁজির।

রাস্তায় পড়েছিল বেড়ালছানা
কালো আর কুৎসিত খোঁড়া ও কানা।
উজির কুড়িয়ে নিল বাঁ হাত দিয়ে
ছুটল রাজার কাছে তড়বড়িয়ে।

পাওয়া গেছে, ফুকারে উজির বুড়ো
পাওয়া গেছে, গর্জে রাজার খুড়ো।
দুষ্টু বেড়ালটার কী হয় সাজা
দেখতে সবাই আসে। বলেন রাজা,
আধমরা জন্তুর হয় না বিচার
মোটাসোটা করো একে মাস দুই চার।
তার পরে সাজা দেবো, আজ দেবো না
সাজা পাবে নিশ্চয়, কিছু ভেব না।
লোকজন ফিরে গেল নিরাশাভরে,
বেড়াল চালান হলো রান্নাঘরে।
কোফ্‌তা কালিয়া আর কোর্মা কবাব
খায় আর মোটা হয় যেন সে নবাব।
ক্ষীর সর নবনী রাবড়ী পায়েস
খায় আর শুয়ে শুয়ে করে সে আয়েস।
মাছভাজা, ডালনা, চচ্চড়ি, ঝোল
খায় আর ফুলে ফুলে হয় যেন ঢোল।
পাঁচটা জোয়ান, মাস পাঁচেক পরে
বেড়ালকে নিয়ে যায় সাজার তরে।
লোকজন জমা হল দেখতে সাজা
সিংহাসনের পরে বসেছে রাজা।
এমন সময় এল পাখী টুনটুনি
বলল, রাজা, তুমি হবে কি খুনী?
এ বেড়াল সে বেড়াল মোটেই নয়--
কার দোষে কার আজ শাস্তি হয়?
লোকজন বলে ওঠে, তোর কী তাতে?
সাজা আজ হবেই রাজার হাতে।
এই সেই বিল্লী, উজিরটা কয়,
এ টুনটুনি সেই টুনটুনি নয়।
রাজা দেখলেন এ তো মস্ত ফ্যাসাদ--
শাস্তি না যদি দেন ঘটবে প্রমাদ।
বললেন, আচ্ছা, ভাঁড়ার থেকে
নিয়ে আয় বস্তা শক্ত দেখে।
বস্তায় পুরে তার মুখটা বেঁধে
সাত ক্রোশ দূরে নিয়ে মুখ খুলে দে।

রাজার বিচার শুনে সবাই খুশি
থলের ভিতর ঢুকে কাঁদল পুসি।
যা হোক, কান্না তার থামল তখন
থলের ভিতর থেকে নামল যখন।
সাত ক্রোশ দূরে এক বিশাল বনে
ছাড়া পেয়ে বাঁচল হৃষ্ট মনে।
বন্য বেড়াল বলে হলো যে মালুম--
শিকার করে ও ডাকে হালুম হালুম।
(১৯৪৯)

মুখে মুখে জবাব

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে ?
মনে হয় ল্যাজ দেখে তার
সাপ যেন ডালে ডালে নাচে।
শুনি তোদের অনুমান ?
'হনুমান'। 'হনুমান'।

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
দল বেঁধে ডাকাডাকি করে ?
কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া বলে
রাত্তিরে হাঁকাহাঁকি করে।
শুনি তোদের খেয়াল ?
'শেয়াল'। 'শেয়াল'।

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
খেয়ে দেয়ে মোটা হয় খালি ?
বেড়া ভেঙে বাগানেতে ঢোকে
ধরে তাকে নিয়ে যায় মালী।
শুনি তোদের হাসি ?
'খাসী'। 'খাসী'।

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
ধোপাদের বোঝা বয়ে আনে ?
থেকে থেকে বিষম চেঁচায়
যেন আর সয় নাকো প্রাণে !
শুনি তোদের কাঁদা ?
'গাধা'। 'গাধা'।

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জঙ্গলে ঘোরে আড়ে আড়ে ?
হরিণকে পেলে ছাড়ে নাকো,
গোরুকেও বাগে পেলে মারে
দেখি তোদের রাগ ?
'বাঘ'। 'বাঘ'।

বল্ দেখি কোন জানোয়ার
জলে থাকে, ডাঙাতেও ঘর
ভয় পেলে হাত পা ও মাথা
টেনে দেয় খোলার ভিতর।
দেখি তোদের মচ্ছব ?
'কচ্ছপ'। 'কচ্ছপ'।

(১৯৪৪)

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমি জমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর।
তার বেলা?

যুদ্ধজাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট।
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা?

(১৯৪৭)

কাঁদুনি

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী।

মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ হাতে ও হাতে
দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে।

একাই—
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন করে ঠেকাই।
শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
একেবারে ঠেসে

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।

কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই?
বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে, 'পালাই'।

জাপানীরা ভাগল কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটত।

মশা!
তুচ্ছ মশা!
মশার জ্বালায় সেদিন হতো
ডানকার্কের দশা।
মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
(১৯৪৫)

ময়নার মা ময়নামতী

ময়নার মা ময়নামতী
ময়না তোমার কই?
ময়না গেছে কুটুমবাড়ী
গাছের ডালে ওই।

কুটুম কুটুম কুটুম
নামটি তার ভুতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
দিনে বলে, শুতুম।
ময়না গেছে কুটুমবাড়ী
আনতে গেছে কী?
চোখগুলো তার ছানাবড়া
চৌকিদারের ঝি।

ভুতুম কিন্তু লোক ভালো
মা লক্ষ্মীর বাহন কিনা
লক্ষ টাকার ঘর আলো।

গয়না দেবে শাড়ী দেবে
সাত মহলা বাড়ী দেবে
মস্ত মোটর গাড়ী দেবে
সোনা কাহন কাহন।

ভুতুম মলে ময়না হবে
মা লক্ষ্মীর বাহন।
(১৯৪৪)

এই যে কুকুর

এই যে খুকু
এতটুকু—
এই যে কুকুর
এটা খুকুর।
এমন কুকুর দেখিনি
নয়কো এটা পেকিনী
এমনটি না হেরি আর
নয়কো এটা টেরিয়ার
নয়কো য়্যাল্‌সেশিয়ান
নয়কো ড্যালমেশিয়ান
চুপি চুপি বলছি শোনো
আস্ত ক্যাল্‌কেশিয়ান।

শান্তিনিকেতনের দেশে
কলকেতিয়া কুত্তা এসে
দিলো এমন তাড়াটা
কাঁপিয়ে দিলো পাড়াটা।

লড়তে গিয়ে অকস্মাৎ
কুয়োর ভিতর কুপোকাৎ।
কুয়োয় নেমে এক জোয়ান
পাটের ছালার বাঁধল কান।
কুয়োর পাড়ে এক জোয়ান
রশি ধরে মারলো টান।

ঘটির মতন উঠল কুকুর
জলজ্যান্ত মূর্তিমান।
(১৯৫১)
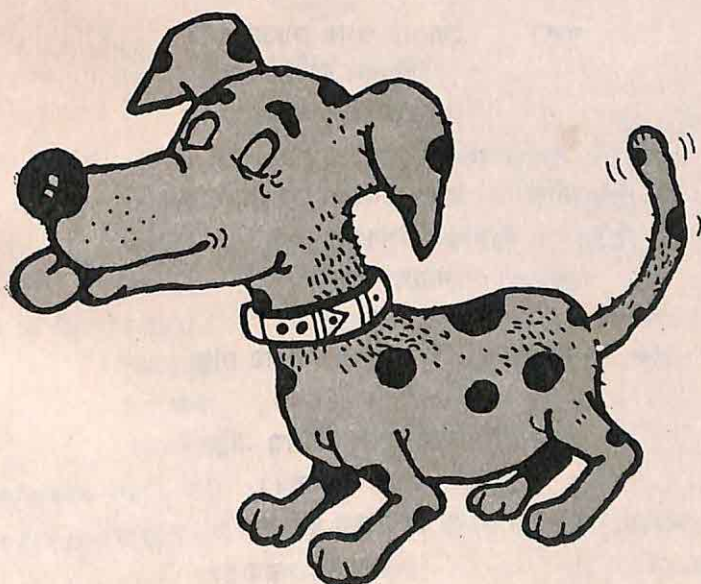
ঘোড়দৌড়

খুকু। মোড়ার ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার থেকে গড়িয়ে পড়ি
টগবগ টগবগ।
আঁখি। গোল তাকিয়া ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
ঘোড়ার সঙ্গে জড়াজড়ি
টগবগ টগবগ।
মুনিয়া। ভুঁড়ির ওপর ঘোড়ায় চড়ি
টগবগ টগবগ
দাদু নড়লে আমিও নড়ি
টগবগ টগবগ।
খুকু। যা রে ঘোড়া ছুটে যা
খেতে দেব গরম চা।

আঁখি। চল রে ঘোড়া ছুটে চল
খেতে দেব ঠাণ্ডা জল।
মুনিয়া। নাচ রে ঘোড়া জোরে নাচ
খেতে দেব নরম ঘাস।
তিনজনে। টগবগ টগবগ ছোটে ঘোড়া
নামে ঘোড়া ওঠে ঘোড়া।
বেড়া দেখে লাফায় ঘোড়া
গর্ত দেখে ঝাঁপায় ঘোড়া
নাচে ঘোড়া খেলে ঘোড়া
শেষকালে দেয় ফেলে ঘোড়া
হুড়মুড়িয়ে পড়ি রে
আর কি ঘোড়ায় চড়ি রে!

(১৯৫৪)

পার্বতীর ছড়া

এক যে ছিল পার্বতী
ফার্বতী
মার্বতী
ধার্বতী
তার যে ছিল বেড়ালটা
ফেড়ালটা
ভেড়ালটা
মেড়ালটা।
বেড়ালটাকে ধরতে যাই
একটু আদর করতে চাই।

ওমা তখন পার্বতী
পার্বতী না ফার্বতী
ফার্বতী না মার্বতী
কেড়ে নিল বেড়ালটা
বেড়ালটা না ফেড়ালটা
ফেড়ালটা না ভেড়ালটা।
অমন বেড়াল চাই নে
ওদের বাড়ী যাই নে।
পার্বতী, ও পার্বতী
দেখি না ভাই বেড়ালটা।

(১৯৫২)

বেড়ালছানার হিমালয়ভ্রমণ

ঘন্টি পড়ে ঠং ঠং
বেড়াল যাবেন কালিম্পং।
ঝকর ঝকর ফোঁস্ ফাঁস্
বেড়াল চড়েন সেকেন ক্লাস।
ঝকড় ঝকড় দুড়-দুড়
ট্রেন ছেড়েছে বোলপুর।
থামি থামি চলি-চলি
ট্রেন এসেছে সক্‌রি গলি।
ওই দাঁড়িয়ে ইস্টিমার
বেড়াল হবেন গঙ্গাপার।
ইস্টিমার ভোঁ ভোঁ
মণিহারির ঘাটে থো।
মণিহারির মেজো ট্রেন
বেড়াল তাতে নিদ্রা দেন।
ট্রেন যেন দেয় হামাগুড়ি
বেলা হলো শিলিগুড়ি।
শিলিগুড়ির ইস্টিশান
বেড়াল করেন লম্ফ দান।
ওঠেন গিয়ে মোটরে
সঙ্গে তাঁর ছোটো রে।
মোটর ওঠে পাহাড়ে
তরুলতার বাহারে।
তিস্তা নদীর পাশটা
তারই ওপর রাস্তা।
মোটর ছোটে ভটর ভটর
বেড়াল করে ছটর ফটর।
শিরশিরানী লাগে গায়
গা ঘুলিয়ে বমি পায়।

থামাও থামাও গাড়ী হে
কিসের তাড়াতাড়ি হে!
মোটর থেকে নেমে থোড়া
বেড়াল ভাঙেন আড়মোড়া।
চাঙ্গা হলেন চার পা হেঁটে
গরম হলেন পোশাক এঁটে।
চলল গাড়ী চুলবুল
পেরিয়ে গেল তিস্তা পুল।
চলল গাড়ী উচ্চে
বেড়াল যেন উড়ছে।
চলল গাড়ী জোর কদম
থামল এসে কালিম্পং।
বেরিয়ে এলেন জ্যান্ত
বেড়ালছানা শান্ত।
ভয় লেগে তাঁর কন্ঠ ক্ষীণ
ভয়ে চলৎশক্তি হীন।
কিন্তু ক'দিন না যেতেই
আবার হলো যে কে সেই।
তেমনি খেলে তেমনি হাসে
সবাই তাকে ভালোবাসে।
দিদিরা যায় বেড়াতে
বেড়ালকে নেয় দু'হাতে।
দিদিরা যায় দোকানে
বেড়ালকে নেয় ওখানে
দিদিরা খায় নেমন্তন
বেড়াল তাদের সঙ্গী হন।
পশম দিয়ে গা মোড়া
বেরিয়ে থাকে চোখ জোড়া।
চোখ দিয়ে সে সব দেখে
গরম জামার ফাঁক থেকে।
বরফ ঢাকা দূর পাহাড়
এড়ায় নাকো দৃষ্টি তার।
(১৯৫৩)

পুতুল

পুতুল আমার পুতুল
পুতুলের নাম তুতুল
পুতুলকে যে মন্দ বলে
তার নাম ভুতুল।
পুতুল আমার রাজা
খেতে দেব খাজা
পুতুল আমার রানী
কেমন মুখখানি!
পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী
পায়ে দিয়ে জুতুল।
পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে?
সঙ্গে যাবে টাবি কুকুর
কোমর বেঁধেছে।
আয়রে আয় টাবি
কুটুমবাড়ী যাবি
দুধভাত খাবি
সোনার শিকল পাবি।
পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কুতুল।
(১৯৫১)
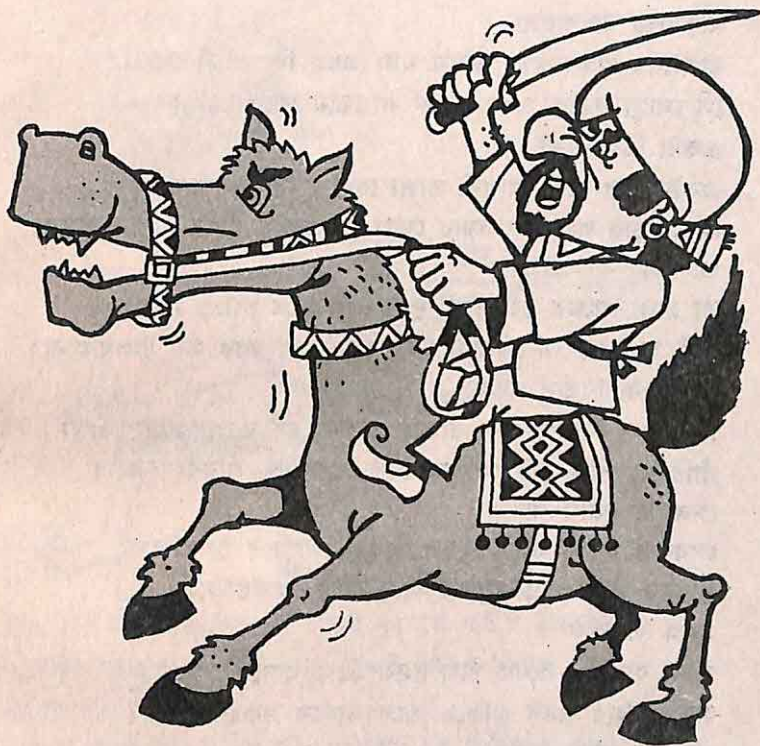
যেখানে বাঘের ভয়

(এই ব্যালাড জাতীয় কবিতাটি ঠিকমতো পড়তে হলে কোনখানে কোনখানে থামতে হবে ও কোনখানে কোনখানে ছুটতে হবে তার একটা ইঙ্গিত নিচে দিচ্ছি।)

(এক যে---ছিল রাজা দেয় না সাজা---লোকটি--ভালো বেজায়
একদা--ঘোর বনেতে নির্জনেতে--থাকবে--বলে সে যায়।)

এক যে ছিল রাজা
এক যে ছিল রাজা দেয় না সাজা লোকটি ভালো বেজায়
একদা ঘোর বনেতে নির্জনেতে থাকবে বলে সে যায়।
তার পর খবর নেই
তার পর খবর নেই ব্যাপার এই রানীকে ভাবিয়ে তোলে
তা শুনে উজীর বুড়ো নাজীর খুড়ো পড়ল গণ্ডগোলে।

রাজাদের অশ্বশালায়
রাজাদের অশ্বশালায় সন্ধানে যায় আছে কি তাজী ঘোড়া?
সে ঘোড়া চড়তে জোয়ান কে আগুয়ান পাবে তোড়া।
একটা ছিল বাজী
একটা ছিল বাজী আরবী তাজী চেহারা বেবাক শাদা
সে ঘোড়ার লায়েক সোয়ার মেলা যে ভার। চড়লে পড়বে, দাদা।
তা ছাড়া বাঘের ডরে
তা ছাড়া বাঘের ডরে দিন দুপরে সে পথে চলতে মানা
তাই তো হয় না জোয়ান কেউ আগুয়ান, করে সব টালবাহানা।
ছিল এক বিশ্বাসী জন
ছিল এক বিশ্বাসী জন রাজার আপন, সে বলে, আচ্ছা, রাজী
বাঁচি বা পড়ি মরি ঘোড়ায় চড়ি কেয়াবাৎ আরবী তাজী।
সেকালে হয়নি বাইক
সেকালে হয়নি বাইক ছুটল পাইক ঘোড়াতে টগবগিয়ে
দু'ধারে রইল খাড়া দেখল যারা নীরবে হকচকিয়ে।
চলল বায়ুরথে
চলল বায়ুরথে বনের পথে চলল জোর কদমে
সন্ধ্যা হবার আগে এড়িয়ে বাঘে থামবে একটি দমে।
ঘোড়াটি সত্যি খাসা
ঘোড়াটি সত্যি খাসা মুখের ভাষা শুনলে সমঝ করে
ছোটে সে রাজার কাজে বনের মাঝে ভাগে না বাঘের ডরে।
তখনো হয়নি বিকাল
তখনো হয়নি বিকাল হেন কাল পিছনে ডাকল কেটা।
আঁশটে গন্ধ ও কার! কেবা আর! সাক্ষাৎ যমের বেটা!
একবার পিছন ফিরে
একবার পিছন ফিরে সে মূর্তিরে অদূরে দেখতে পেয়ে
সোয়ারি প্রাণের দায়ে ঘোড়ার গায়ে চাবকায়, চলে ধেয়ে।
দৌড়ে বাঘের সাথে
দৌড়ে বাঘের সাথে কম তফাতে ঘোড়া সে পারবে কত!
ছুটতে বনবাদাড়ে কাঁটার মারে পায়ে তার হাজার ক্ষত।
পাছাতে বসল কামড়
পাছাতে বসল কামড় এর পর ঘোড়া কি চলতে পারে!
সোয়ারি হাত নাগালে গাছের ডালে সবেগে লম্ফ মারে।
হায় হায় ঘোড়া গেল!

হায় হায় ঘোড়া গেল বাঘে খেলো কামড়ে একটা কিনার
বাকীটা রইল পড়ে খাবে পরে রাত্রেই বাঘের ডিনার।
বাঘটা ধীরে ধীরে
বাঘটা ধীরে ধীরে চলল ফিরে কোথা সে গভীর বনে
ক্রমে তার গন্ধটাও হয় উধাও ভয় আর নাইকো মনে।
মাটিতে নামল পাইক
মাটিতে নামল পাইক চার দিক যতনে রাখল দেখে
তার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে রাজার পাশে ছুটল এঁকে বেঁকে।
কাছেই বানর পাহাড়
কাছেই বানর পাহাড় উপরে তার উঠল হামা দিয়ে
দেখল রাজা মশায় ধ্যানধারণায় মশগুল ঠাকুর নিয়ে।
পড়ল চরণ ধরে
পড়ল চরণ ধরে নিরুত্তরে রইল একুশ মিনিট
রাজা তো প্রশ্ন করে ভেবে মরে লোকটা হলো কি ফিট!
শেষটা গেল জানা
শেষটা গেল জানা বাঘের হানা আহাহা ঘোড়ার মরণ!
মহারাজ ভীষণ ক্ষেপে রাগে কেঁপে ছাড়িয়ে নিলেন চরণ।
বন্দুক তৈরি ছিল
বন্দুক তৈরি ছিল কাঁধে নিল বলল, বাঘটা কোথায়?

বাঘ কি ফলে গাছে ধারে কাছে চাইলে বাঘ দেখা যায়!
সামনে চলল পাইক
সামনে চলল পাইক ঠিক ঠিক চলল বনের দেশে
সেই যে গাছের গোড়া সেথায় ঘোড়া সেখানে থামল এসে।
আহাহা আরবী তাজী!
আহাহা আরবী তাজী খোশমেজাজী একে যে ধরল বাঘা
সে বাঘে দেখতে পেলে অবহেলে হবে আজ গুলী দাগা।
বুনোরা এলো ছুটে সবাই জুটে বাঁধল বাঁশের মাচান
চার দিক রইল ছিপে টিপে টিপে চুপচাপ রাজা যা চান।
চাঁদনী অর্ধ রাতে
চাঁদনি অর্ধ রাতে গন্ধে মাতে নিঃঝুম অর্ধ যোজন
বাঘটা ঘোড়ার খোঁজে ওই এলো যে সারতে নৈশ ভোজন।
তাক করে ছুটল গুলী
তাক করে ছুটল গুলী মাথার খুলি বাঘটা গর্জে ওঠে
হৈ চৈ করে সবাই বুনো ক'ভাই বাঘটা বন্দী গোঠে।
গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম
গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম
বার দুই বাজল আওয়াজ
বাঘ বীর পড়ল ভূঁয়ে মাথা নুয়ে থামলেন রাজাধিরাজ।
(১৯৫৪)

পক্ষিরাজ

পক্ষিরাজের খেয়াল হলো ঘাস খাবে
স্বর্গে কোথায় ঘাস পাবে!
একদিন সে ইন্দ্ররাজার সুখের দেশ
শূন্য করে নিরুদ্দেশ।
উড়তে উড়তে নেমে এলো এইখানে
চরতে গাঁয়ের ময়দানে।
ভোরে উঠে দেখতে পেলো নন্দুভাই
সঙ্গে নিল বন্ধুভাই।
ঘোড়ার মতন গড়ন কিন্তু পক্ষধর
ধরতে গেলে করবে ফর্‌র্‌।
নন্দুরা তাই গাছে উঠে লাফ দিয়ে
পড়ল পিঠে ঝাঁপ দিয়ে।
পক্ষিরাজ তো ঘাসের স্বাদে তন্ময়
উড়তে কি তার মন হয়?
দড়ি দিয়ে বাঁধল তাকে নন্দুভাই
টানল তাকে বন্ধুভাই।
পক্ষিরাজের জায়গা হলো গোহালে
থাকল সেথা গো হালে।
বার্তা গেল রটতে রটতে রাজধানী
মন্ত্রী এলেন সন্ধানী।
চিনতে পেরে বলেন, এ যে পক্ষিরাজ!
নন্দু, তোমার কিবা কাজ!
রাজার ঘোড়া রাজার জন্যে দাও ছেড়ে
নয়তো আমি নিই কেড়ে।
নন্দু ও তার বন্ধু মিলে বলল, সার,
যে ধরেছে পক্ষী তার।
কাড়াকাড়ি করতে গেলে আমরা বেশ
উড়ে যাব অন্য দেশ।
ঘোড়ার পিঠে উঠল দু'ভাই ধরল রাশ
উড়ল ঘোড়া। ভুলল ঘাস।

মন্ত্রী ছোটেন, রাজা ছোটেন, প্রজা সব
ছুটতে ছুটতে করে রব।
পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে অন্য দেশ
বন্য দেশ
কত দেশ
শত দেশ
উড়ল ওরা ঘুরল ওরা দেখল ওরা
নির্ণিমেষ।
কিন্তু যখন পক্ষিরাজের হলো মন
স্বর্গে যাবার এলো ক্ষণ
তখন ওরা ঘরের ছেলে ফিরল ঘর
দিল ছেড়ে পক্ষধর।
উড়তে উড়তে নীল আকাশে চিল হলো
তার পরে সে নীল হলো।
স্বর্গে তখন খোঁজাখুঁজির অন্ত না
ইন্দ্র করেন মন্ত্রণা।
দৈত্যরাই দস্যু বলে কন্ সবে
তাদের সঙ্গে রণ হবে।
এমন সময় পৌঁছে গেল পক্ষিরাজ
থেমে গেল যুদ্ধ সাজ।

(১৯৫৫)

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী

ব্যাঙ্গমী সুধালো ব্যাঙ্গমাকে
গাছতলে শুয়ে আছে মানুষটা কে ?
মনে হয় কোনো রাজপুত্র হবে
তেপান্তরের মাঠ পেরোবে কবে ?

ব্যাঙ্গমা বলল ব্যাঙ্গমীকে
সামনে বিপদ যদি যায় ওদিকে।
দস্যুর দল আছে আসবে তেড়ে
একটি নিমেষে নেবে প্রাণটি কেড়ে।

ব্যাঙ্গমা, ব্যথা লাগে দশা ভেবে এর
কাটান কি নেই কিছু এই বিপদের ?

একটি উপায় আছে, যদি সে ঘোড়ায়
পক্ষিরাজের মতো আকাশে ওড়ায়,
কিন্তু বিপদ, যেই দম ফুরাবে
ঘোড়াপ্লেন উলটিয়ে অক্কা পাবে।

ব্যাঙ্গমা, বলো, বলো, কী হবে উপায়
মনটা আমার কেন করে হায় হায় !

উপায় নেই তা নয়, কিন্তু কঠিন
লাফ দিয়ে ডিগবাজি খাবে গোটা তিন।
কিন্তু পেরোবে যেই চার পোয়া মাঠ
অমনি দেখবে খাড়া লৌহ কপাট।

তা হলে কেমন করে যাবে ওধারে
কপাট কি খুলবে না কোনো প্রকারে ?

কপাটের তলে আছে গুপ্ত সুড়ং
তিনবার বলবে অং বং চং।
তখন চিচিং ফাঁক। কিন্তু ফাঁড়া।
ও ধারেতে রাক্ষস আছে পাহারা।

রাক্ষস! ব্যাঙ্গমা, তরাসে মরি।
উপায় কি আছে এর? প্রশ্ন করি।

নেই যে তা নয়, তবে চাই বাহুবল
এবার খাটবে নাকো কলকৌশল।
মারতে হবে আর মরতে হবে
রাজকন্যাকে পাবে বাঁচলে তবে।

তবে আর কাজ নেই তেপান্তরে
ঘরের ছেলেকে বলি ফিরতে ঘরে।
কুক কুক কুক্‌কুরু কুক্‌ কুর কুর
ঘরে ফিরে যা রে, রাজপুত্তুর।

(১৯৫৪)
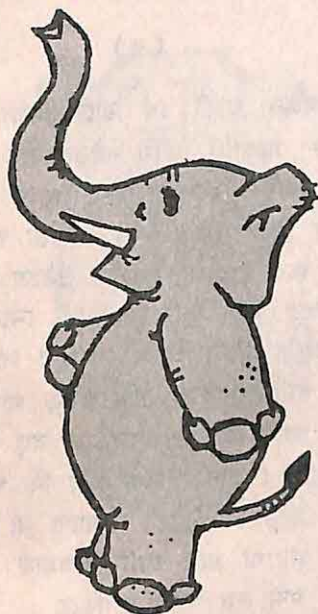
তিন হাতী

বাপা!
তখন আমার কর্ম ছিল হাতীর পিঠে চাপা।
তিনটি হাতীর কথা আমার আজো পড়ে মনে
হায়রে সে সব হাতী কোথায়! আছে কি জীবনে!

(১)

দুবলহাটির হাতী রে দুবলহাটির হাতী
বপুখানা দেখতে যেন ঐরাবতের নাতি।
রাজার হাতী, হাতীর রাজা, চতুর্দিকে রব
আমারে সেলাম করো নিখুঁৎ আদব।
গদাই লস্করী চাল ভারিক্কি ধরন
দেমাকে আমার ভূঁয়ে পড়ে না চরণ।
কী যে তোমার মর্জি, বাপু, পাঁকে কিসের কাজ
নামবে তুমি কোন্ পাতালে মরা বিলের মাঝ!
পিঠে আমি বসে আছি ভুলে গেলে কি
অমনি করে দেবে আমায় কাদায় ফেলে কি!
শুকনো ডাঙা নয় যে আমি পিঠ থেকে দি' লাফ
প্রাণে বাঁচার পন্থা কোথায়! কিসে থাকি সাফ!
মাহুৎ ছিল পাকা লোক অঙ্কুশ চালায়
হাতী তখন পঙ্ক হতে উঠিয়ে পালায়।

(২)

রাতোয়ালের হাতী রে রাতোয়ালের হাতী
আকারে মাঝারি তুমি ঐরাবতের জ্ঞাতি।
মেজাজ শরিফ বেশ চলাটিও খাসা
কতবার পিঠে নিয়ে কত যাওয়া আসা।
কী যে হলো খেয়াল, আমায় উঠতে দেবে না
হাঁটু পেতে বসে তুমি সোয়ারী নেবে না।
হাতী চড়ার জন্যে আমি কোথায় পাব মই
টেবিল পাতি চেয়ার রাখি তাতে খাড়া হই।
আবার যখন নামতে হবে সে বড় ভাবনা
গ্রামে গ্রামে চেয়ার টেবিল পাব কি পাব না।
হাতীতে চড়ি তো হাতী নামাতে না চায়
কাজের জায়গা এলে আমি অসহায়।
মাহুৎটা হদ্দ হয় অঙ্কুশ তাড়িয়ে
হাতী বসবে না, খালি থাকবে দাঁড়িয়ে।
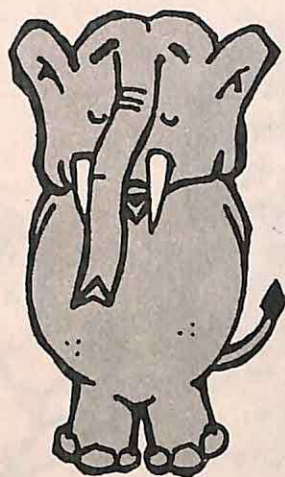
(৩)

নেমৎপুরের হাতী রে নেমৎপুরের হাতী
আকারে বামন তবু ঐরাবতের জাতি।
অদ্‌ভুত দৌড়তে পারে কদাচিৎ হাঁটে
আমি তো লজ্জায় পড়ি পথে আর ঘাটে।
লোকজন ভাবে আমার এমন কী তাড়া
আমার ধরন দেখে ভেঙে পড়ে পাড়া
"ঘোড়েকা পর হাওদা হাতীকা পর জিন
জলদি যাও জলদি যাও ওয়ারেন হেস্টিন।"
যদিও লোকটি নই ওয়ারেন হেস্টিন
তবুও আমার ইনি হাওদাবিহীন।
গদিটি আঁকড়ে ধরে মনে মনে কম্প
প্রবল প্রতাপ বলে যত করি ঝম্প।
তার পর মজা দেখ নামার সময়
পিছনের দিকটাই হাঁটু মুড়ে রয়।
আমি তো ডিগ্‌বাজি খাই পা দুটো উঠিয়ে
গদির বাঁধনটাকে দু'হাতে মুঠিয়ে।
ছুটে আসে চৌকিদার ধরে আমায় চেপে
নইলে কেউ ছবি দিত পত্রিকায় ছেপে।

(১৯৫৫)

হাভাতে

শুদ্ধোদন দাশগুপ্ত

শুদ্ধোদন দাশগুপ্
ঘরের কোণে বসে আছো
কেন অমন চাপচুপ।
হায় রে আমার পোড়া কপাল
হায় রে আমার পোড়া কপ্।
হোটেল থেকে দিয়ে গেল
গণ্ডা কয়েক মাটন চপ।
বেড়াল এসে খেয়ে গেল
খপাখপ গপাগপ।
হায় রে আমার পোড়া কপাল
হায় রে আমার পোড়া কপ্।

(১৯৫৫)

মন কেমন করে

দিদু গেছে বাপের বাড়ী
অনেক যোজন আকাশ পাড়ি
মন কেমন করে।
আসতে বল তাড়াতাড়ি
মুনমুনি তান ধরে।
মুনমুনি সে ছোট্ট মেয়ে
বসে থাকে শূন্যে চেয়ে
মন কেমন করে
আসবে উড়ো জাহাজ বেয়ে
দিদু কখন ঘরে।
স্বপন দেখে দিদুকে সে
দিদু দাঁড়ায় সামনে এসে
মন কেমন করে।
খেলনা দিয়ে মিষ্টি হেসে
হাতদুটি দেয় ভরে।

(১৯৬৯)

হোঁদল

মেয়ে আমার খুঁৎখুঁতে
খুঁজে খুঁজে নাম পেলো না,
রাখল—হোঁদল কুৎকুতে।
আমার কিন্তু অন্য মত
পাড়ায় যত বেড়াল আছে
কেই বা এমন খুবসুরৎ!
যায় না দেখা রং হেন
শুকনো চাঁপা ফুল দেখেছ
তেমনি গায়ের রং যেন।

হরেক রকম ভঙ্গীতে
বসবে শোবে খানা খাবে
পারি কি সব অঙ্কিতে!
ডাকবে সুরে পাঁচ রকম
হরবোলাও হার মেনে যায়
হোঁদল মিঞা নয় জখম।
একটিমাত্র দোষ দেখি
এমনতর হাঁদা বেড়াল
আর কোথাও মিলবে কি!
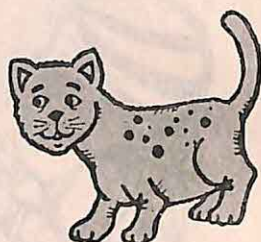
বোকার মতো মুখখানি
বিশ্বাস তাই হয় না আমার
বেড়াল করেন শয়তানী।
মেয়ের কিন্তু অন্য মত
সাক্ষী নেই, বলবে তবু
হোঁদল খেলো পারাবত।
তখন আমি করি কী!
হোঁদলটাকে ছালায় পুরে
সাঁকোর পারে চালান দি'।

মেয়ের করে মন কেমন
আর কি হোঁদল আসবে ফিরে
বাঁচবে সে আর কতক্ষণ!
হোঁদল পরে এলো ফের
মনখানা তার গেছে ভেঙে
মুখখানা তার কী দুঃখের।
একেক সময় মালুম হয়
বিড়ালবেশী মানুষ ও যে
হোঁদল আমার বেড়াল নয়।

(১৯৫৮)

ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী

যে ছেলেটি কান্না জোড়ে ট্রামে বাসে ট্রেনে
সেই ছেলে কি উড়তে পারে দুরন্ত জেট প্লেনে!
সেই ছেলেকে নিয়ে যাবে মার্কিন মুলুকে
এতখানি জোর আছে কি মা-বেচারির বুকে!

দাদু বলেন, না।
বাপ্‌পু যাবে না।
মাও যাবে না।

তিন বছরের শিশু, কিন্তু এইটুকু সে জানে
বাবার কাছে যেতে হলে উড়তে হয় বিমানে।
কেমন করে যাবে খোকন তোমরা যতই ভাবো
বাপ্‌পু বলে, গো-প্লেনেতে বাবার কাছে যাব।

দাদু বলেন, তাই তো।
চাইছে যেতে ভাই তো।
টিকিট কাটতে যাই তো।

যাবে যেদিন সেদিন বাছার সারাবেলা ধুম
কোথায় গেল কান্নাকাটি কোথায় গেল ঘুম?
বাড়ী থেকে বিদায় নিতে কোথায় চোখে জল?
গো-প্লেনেতে চড়বে বলে চরণ চঞ্চল।

দাদু বলেন, এ কী!
নতুন মূর্তি দেখি।
সত্যি যাবে! সে কী!

এয়ার লাইন আপিসে ওর সঙ্গী জোটে আচ্ছা
যাচ্ছে সেও আকাশপারে ইংরেজকা বাচ্চা।
খেলার পুতুল জিরাফটা তার মজা লাগে ভারি
দুইজনাতে বেধে গেল খুশির কাড়াকাড়ি।

বাপ্‌পু বলে, হেইও।
বাচ্চা বলে, হেইও।
নাচে ধেই-ধেই ও।

দমদমেতে হাজির হলো এয়ার লাইন বাস
এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনে দাদুর মনে ত্রাস।
একটা নামে একটা ওঠে একটা চলে হেঁটে
বিরাট সাদা পাখীর মতো যাত্রী নিয়ে পেটে।

কেমন বুকের পাটা
বাপ্‌পু বলে, টা টা।
আমরা বলি, টা টা।

বিমান ছিল নোঙর ফেলে, সিঁড়িতে চট্‌পট্
মাকে নিয়ে উঠল বীর 'শ্রীমন্ত পাইলট্'।
সন্ধ্যা আকাশ কাঁপিয়ে তুলে প্লেন চলল উড়ে
একটি ছোট আলোর রেখা মিলিয়ে গেল দূরে।

দাদু বলেন, তাই তো।
অবাক করলে ভাই তো।
একটুও ভয় নাই তো।

রাত পোহালো জার্মানীতে, লণ্ডনে চা পান
কারুর সঙ্গে দেখা হলে বাপপু ধরে গান।
আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিনদের দেশে
দুপুরবেলা দেখা হলো বাবার সঙ্গে শেষে।
(১৯৬১)

বেড়ালের স্বপ্ন

আবার যেন ফিরে গেছি শান্তিনিকেতন
আহা, শান্তিনিকেতন।
মাটির উপর শুয়ে আছি আধো অচেতন
আহা, আধো জাগরণ।
কখন এসে মাথার ধারে বসল আমার পুষি
আমার কবেকার সেই পুষি!
কোথায় ছিল নিরুদ্দেশ, দেখে হলেম খুশি
আহা, হলেম কত খুশি।
একটির পর আর একটি বসল কানের পাশে
আহা, বসল কানের পাশে।
সোনা আমার হারিয়েছিল, আপনি ফিরে আসে
আহা, আপনি ফিরে আসে।
দুইটির পর একটি আরো, বসল গালের কাছে
আহা, বসল গালের কাছে!
টুঙ্কু আমার যায়নি মারা, আছে বেঁচে আছে।
আহা, আজও বেঁচে আছে।
তিন বেড়ালে ভালোবেসে আদর করে কত
আমায় আদর করে কত!
চোখগুলি কী করুণ, যেন অনাথ শিশুর মতো
আহা, অনাথ শিশুর মতো!
এমন সময় কেমন করে স্বপন গেল কেটে
আমার স্বপন গেল কেটে!
জেগে দেখি বুক যে আমার কান্নাতে যায় ফেটে
আহা, কান্নাতে যায় ফেটে!
হায় রে ওরা এসেছিল আমার তিনটি বেড়াল
আমার ভালোবাসার বেড়াল!
কেমন করে গেল সরে কতকালের আড়াল
আহা, কতকালের আড়াল!

(১৯৭০)

মহনা হাতীর কাহিনী

রাজার হাতী মোহনলাল
মহনা কয় কৌতুকে
রাজাসাহেব পেয়েছিলেন
বিয়ের সময় যৌতুকে।
শ্বশুরবাড়ীর হস্তী অসুর
হাতীশালে রয় বাঁধা।
মাইল খানেক দূর থেকে তার
শুনতে পাই স্বর সাধা।
"মাইল, হাতী, মাইল, বলে:
মাহুত নিয়ে যায় ওকে
ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে
আমরা দেখি অলক্ষ্যে।
দীঘিতে যায় জল খেতে আর
পাঁকের তলায় ডুব দিতে
দিন যে গেল সন্ধ্যা হলো
উঠবে নাকো এমনিতে।
অঙ্কুশেরি প্রহার খেয়ে
আকাশ কাঁপায় গর্জনে
ঝড়ের বেগে ধায় সে হাতী
মাটি কাঁপায় স্পন্দনে।
এক দিন সে পাগল হলো
হয়তো মাথার ঘায়ে বা
দাঁতাল হাতী পাগল হলে
ধারে কাছে রয় কেবা!
মাহুতটাকে ফেলল মেরে
লাথ দিয়ে কি দাঁত দিয়ে
দোসরা মাহুত ভাগল ভয়ে
ধরবে কে আর হাত দিয়ে।

যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়
ভাঙে লোকের ঘরবাড়ী
সামনেতে ওর পড়বে যে-ই
অমনি যাবে প্রাণ তারি।
মরাই মরাই ধান লুটে খায়
গ্রামে গ্রামে দেয় হানা
প্রজারা সব ফতুর হলো
রোজ যোগাতে ওর খানা।
নালিশ শুনে রাজা বলেন,
"বদ্ধ পাগল জন্তুকে
গুলী করে মারতে হবে
মারতে যাবে কিন্তু কে?"
পশু ডাক্তার হাত জুড়ে কন
"প্রভু যদি দেন অভয়
শ্বশুর বাড়ীর যৌতুককে
বধ করা কি উচিত হয়।":
"তুমি দেখছি পশুর উকিল"
রাজা বলেন নিতাইকে
"যাও তা হলে আনো ধরে,
নয়তো মরো আপনি গে।"
নিতাই গেলেন কামারবাড়ী
গড়িয়ে নিলেন ফরমাসে
গণ্ডা দশেক কাঁকড়া কাঁটা
দেখতে যেন কাঁকড়া সে।
হাতী তখন বউলপুরে
পেটটি ভরে খাচ্ছে ধান
নিতাইবাবু ঘোড়ায় চড়ে
কাছাকাছি এগিয়ে যান।
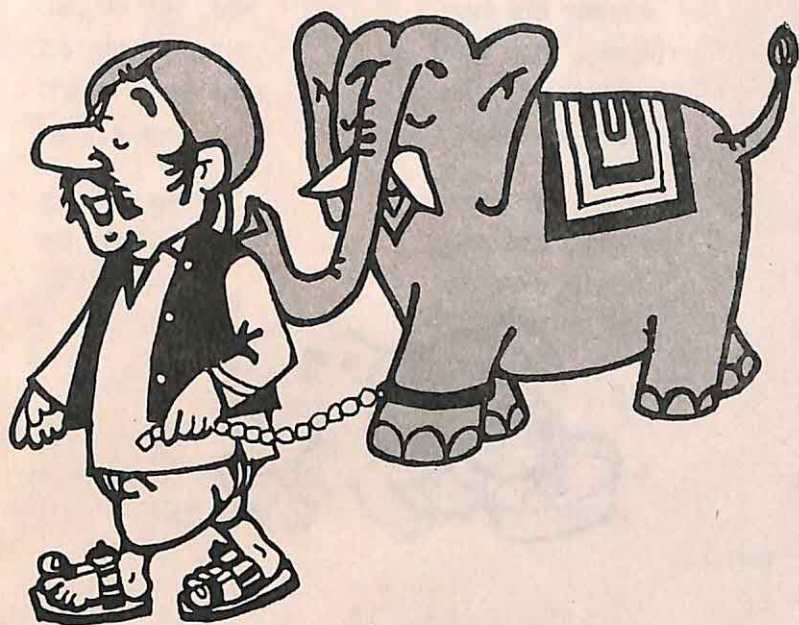
বলেন, "বাছা মোহনলাল
আয় রে আমার সঙ্গে বাপ"
হাতী তখন শুঁড় বাড়িয়ে
ধরতে তাঁকে মারল লাফ।
ঘুরিয়ে ঘোড়া নিতাইবাবু
বলেন, "ওরে মহনা রে
ঘোড়ার সঙ্গে ছুটতে কি তুই
পারবি? মনে হয় না রে।"
বুনতে বুনতে চলেন বাবু
কাঁকড়া কাঁটা রাস্তাময়
মাড়িয়ে কাঁটা গর্জে হাতী
ক্রোধে যেন অন্ধ হয়।
অন্ধ হয়ে ছুটল হাতী
ঘোড়ার সঙ্গে রেস দিয়ে
হঠাৎ বসে পড়ল হাতী
পড়ল ধ্বসে হুমড়িয়ে।
নিতাই তারে বাঁধেন চেনে
কাঁটা তোলেন পা ধরে
হাতিনীদের সঙ্গে তাকে
হাঁটিয়ে নিয়ে যান ঘরে।

(১৯৬১)

ককার

সুরজিৎ দাশগুপ্-
তের ছিল সাধ খুব
পুষবে বিলিতী কুৎ-
তার যদি পায় পুত।

কপালে জুটল হিস্-
পানী বংশের মিশ্
মিশে সোনালী ককার
কার যেন উপহার।

বয়েস দেড়টি মাস
তেড়ে আসে ফোঁসফাঁস।
বড় বড় কুত্তারা
ভয়ে ফিট হয় তারা।

এই এতটুকু মুখ
দুধ খায় চুক্ চুক্।
লম্বা লম্বা কান
বাটিতেই ডুবে যান।

অসহায় জীব বলে
সুরজিৎ নেয় কোলে
নরম বিছানা পাতে
শোয়ায় নিজের সাথে।

কিন্তু গরম জল
করে তোলে চঞ্চল।
ঘুম ভাঙে মাঝ রাতে
সুরজিৎ কাঁথা পাতে।

পারে না সইতে আর
এক রাতে বার বার।
টেবিলে শোয়ায় তাকে
আপনিও মাথা রাখে।

এমনি সে শয়তান
উঠে বসে ধরে তান।
সুরজিৎ সাবধান
কখন গড়িয়ে যান।

হয়েছে আদুরে জেদী
আওয়াজ মর্মভেদী।
তা হলেও খুব তেজী
নয়কো সে হেঁজিপেঁজি।

শোনা যায় ডাকখানা
বাড়ী থেকে ডাকখানা।
পাড়া করে গমগম্
ভিখিরীও আসে কম।

লেগেছে আজব হাওয়া
থেমে গেছে চাঁদা চাওয়া।
মনে হয় ক্রমে ক্রমে
ট্রাফিক যাবেও থেমে।

চোর ডাকু আছে চুপ
সুরজিৎ দাশগুপ্-
তের তাই মনে দুখ্-
খের নেই লেশটুক।

(১৯৬১)

চন্দনা

এক যে ছিল চন্দনা সে থাকত ঝোলা খাঁচায়
খাঁচা খোলা দেখলেও সে পালিয়ে যেতে না চায়।
পাখী চন্দনা রে।
চুপি চুপি বেরিয়ে আসে টিপে টিপে হাঁটে
আলনাটাকে দাঁড় ভাবে সে, জামার বোতাম কাটে।
পাখী চন্দনা রে।
দাঁড় ভেবে সে বসবে গিয়ে গিন্নী মায়ের কাঁধে
তিনিও ঘোরেন সেও ঘোরে পরম আহ্লাদে।
পাখী চন্দনা রে।
উড়ে গিয়ে বসার ঠাঁই বারান্দারি থাম
খাবার নিয়ে সাধতে হবে, নাম রে বাছা, নাম।
পাখী চন্দনা রে।

একদিন সে গেল উড়ে দৃষ্টির আড়ালে
ডাক শুনে তার ঠাহর করি কদম গাছের ডালে।
পাখী চন্দনা রে।
ভেবেছিলুম ফিরবে না সে, এলো ফিরে সাঁজে
খাঁচাটিতেই শোবার আরাম চেনা লোকের মাঝে।
পাখী চন্দনা রে।
ভোরে উঠেই যায় সে উড়ে, লাফায় গাছে গাছে
আঁধার হলে আসে ফিরে ধীরে খাঁচার কাছে
পাখী চন্দনা রে।
হঠাৎ এলো ঝড় ঘনিয়ে, বৃষ্টি এলো চেপে
গাছগুলো সব মাতাল হয়ে দুলতে থাকে ক্ষেপে।
আহা, চন্দনা রে।

কোথায় পাখী! কোথায় পাখী! মিথ্যেই ডাক ছাড়া
পাখী কিন্তু একটি বারও দিল নাকো সাড়া।
আহা, চন্দনা রে!

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি ধরে, রাত্রি হলো কাবার
খাঁচার ভিতর রইল পড়ে সাঁঝের বেলার খাবার।
আহা, চন্দনা রে!

বুল্লা আমার প্রাচীন ভৃত্য নিত্য ওঠে ভোরে
তার মশারির চারিধারে কে যেন আজ ঘোরে।
আরে, চন্দনা রে!

বুল্লা ধরে চন্দনাকে আদর করে খাওয়ায়
খাবে কী সে ক্রমেই যেন নেতিয়ে পড়ে দাওয়ায়।
আহা, চন্দনা রে!

গিন্নী মায়ের পরশ পেয়ে নয়ন দুটি খোলে
শেষবার সে ঘুমিয়ে পড়ে জয়া দিদির কোলে।
আহা, চন্দনা রে!

(১৯৬২)

কালো

এক যে ছিল কালো কুকুর ভালো কুকুর
নামটিও তার কালো।
কেউ কখনো ধরে না দোষ করে না রোষ
পাহারা দেয় ভালো।
একদা এক ময়ূর পেলুম নিয়ে এলুম
অপূর্ব তার রূপ।
বাগানেতে দিলুম ছেড়ে বেড়ায় সে রে
আপন মনে চুপ!

দিনের বেলা পেখম তুলে দুলে দুলে
ধ্বনি করে কেকা
সন্ধ্যা হলে গাছের ডালে গ্রীষ্মকালে
ঘুমিয়ে থাকে একা।
একদিন কে লম্ফ দিয়ে দাঁত বসিয়ে
ময়ূর করে জখম।
ওইটুকুতেই যায় সে মরে কী দুঃখ রে!
এমন কোমল রকম!

সবাই বলে, আর কে! কালো! ভারী ভালো!
তাড়াও মেরে আজই।
নয়তো ওকে ছালায় ভরো বিদায় করো
আর না ফেরে পাজী।
মালগাড়ীতে বন্ধ করে দিলুম ওরে
ছাতনা গাঁয়ে চালান।
ঢাকনা খুলে ছাড়বে ওকে রেলের লোকে
পালান, মশায়, পালান।

দুদিন বাদে চিত্ত দহে কন্যা কহে
খেতে কি আর পায় রে!
শেষটাও কি পথের পরে পড়বে মরে
কী যন্ত্রণা! হায় রে!

পুত্ররাও বলেন, কালো ছিল ভালো
থাকত যদি বেঁচে!
আমি বলি, ময়ূর মেরে বাঁচবে কে রে!
গেছে, আপদ গেছে।
এমন সময় বাইরে শুনি কী কাঁদুনি
আলো, জ্বালাও আলো
গিন্নীমায়ের পায়ের ধূলি মাথায় তুলি
লুটিয়ে পড়ে কালো।
দশটি মাইল এলো চলে কিসের বলে
কোথায় পেলো চিহ্ন?
গিন্নী বলেন, খাওয়াও ওকে ভুখে শোকে
বাছা আমার শীর্ণ।

(১৯৬৭)

ফলার

কী খেয়েছ? কী খেয়েছ?
বল আমায় সত্য।
আর তো কিছুই যায় না পাওয়া
তাই খেয়েছি আজব খাওয়া
মা ঠাকুমার রেখে যাওয়া
কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

খেলে কিসে? খেলে কিসে?
বল আমায় খাঁটি।
বাসন যত ছিল ঘরে
বিকিয়ে গেছে ওজন দরে
বন্ধ ছিল সাত পুরুষের
সোনার পাথরবাটি।

(১৯৬৫)

আলাদীন

বিজলীর ধারা এই
এই আছে এই নেই
এর চেয়ে মোমবাতি ভালো
জ্বালো জ্বালো হারিকেন জ্বালো।
করুক না টিমটিম
তেলে ভরা পিদ্দিম
রাতভর সেও দেয় আলো।
জ্বালো জ্বালো পিদ্দিম জ্বালো।

পেতলের দীপ বেচে
আলাদীন ঠকে গেছে
যাদুকর দিয়ে গেছে ফাঁকি
ভোগার কী আর আছে বাকী।
কাঁদে বসে আলাদীন
ডাকলে না আসে জ্বিন
সুইচ টিপলে কই আলো
সোনার প্রদীপ কিসে ভালো!

সুইচ টিপলে হাওয়া
আর তো যায় না পাওয়া
গরমে যে তিষ্ঠনো দায়
আলাদীন করে হায় হায়!
কিনে আনে হাত পাখা
দাম দেয় এক টাকা
হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খায়
হাড়ে তার বাতাস লাগায়।

(১৯৭৪)

ইন্দ্রলুপ্ত

তাঁর গোঁফজোড়াটি পাকা
তাঁর মাথায় ইন্দ্রলুপ্ত।
তিনি শম্ভুনাথের কাকা
তিনি অম্বুনিধি গুপ্ত।
ছিল বয়সকালে বাবরি
পরে সাবেককালের পাগড়ি
এখন পরচুলাতে ঢাকা
তাই বাসনা সব সুপ্ত।
তবু টাক থাকলে টাকা
হোক হিংসুকেরা চুপ তো!

(১৯৭৬)

লাল টুকটুক

লাল টুক টুক ছাতাটি
কালো কুচ কুচ মাথাটি
কে যায়? কে যায়?
সোনা রায়।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপ
পথ চলতে মজা খুব
কে পায়? কে পায়?
সোনা রায়।

ওদিকেতে পা দুটি যে
জলের ছাঁটে গেল ভিজে
ফিরে আয়! ফিরে আয়।
সোনা রায়।

(১৯৭৩)

করিৎকর্মা

করিৎকর্মা
সরিৎ শর্মা
তাঁর যে সঙ্গী
হরিৎ বর্মা
তাঁর যে সেবক
লোলচর্মা।
চললেন এঁরা
অ্যাডভেন্‌চারে
সাত সমুদ্র
তেরো নদীপারে
বারবেলা এক
বিষ্যুৎবারে।

চললেন এঁরা
পাল তোলা নায়ে
কখনো ডাইনে
কখনো বা বাঁয়ে
কভু খালি পেটে
কভু খালি গায়ে।
এখনো মেলেনি
সঠিক খবর
জয় হয়েছে কি
হয়েছে কবর
ফিরে আসছেন
কি না নিজ ঘর।

(১৯৭৮)

ছোট্ট ঘোড়সওয়ার

টাট্টু ঘোড়া! টাট্টু ঘোড়া!
তা ধিন তা ধিন!
কোথায় তোমার লাগাম, ঘোড়া,
কোথায় তোমার জীন!
রেকাব তোমার কোথায়, ঘোড়া,
চেহারা মলিন!
খোকাবাবু! খোকাবাবু!
দুঃখ শোনো, দাদা,
মালিক আমার বলে কিনা--
ঘোড়া তো নয়, গাধা
দেয় না দানা, দেয় না চানা,
গতর হলো আধা।

টাট্টু ঘোড়া! টাট্টু ঘোড়া!
নাকে পরাই দড়ি
রুমাল পেতে রাখি পিঠে,
লাফ দিয়ে চড়ি।
কদম চালে চলো ঘোড়া,
গড়িয়ে না পড়ি।
খোকাবাবু! খোকাবাবু!
তা ধিন তা ধিন।
খাসা তোমার লাগাম, খোকা,
খাসা তোমার জীন!
দানাপানি পেলেই, খোকা,
চলব সারাদিন।
(১৯৭৭)

জলসা

ওই দ্যাখ, আসছেন রুরু
এইবার নাচ হোক শুরু।
রুরু বাবু নাচছেন
ঘুরে ঘুরে নাচছেন
সুরে সুরে নাচছেন
তালে তালে নাচছেন
তাক তাক ধিন ধিন
ধিন ধিন তাক
রুরু বাবু খান ঘুরপাক
তারপর পড়ে যান ধপাস্।
সাবাস্! সাবাস্।

ওই দ্যাখ, আসছেন বিবি
তোরা সব গান জুড়ে দিবি।
হাম্পটি ডাম্পটি
স্যাট অন এ ওয়াল
লে আও ঢাল আর
লাও তরোয়াল।
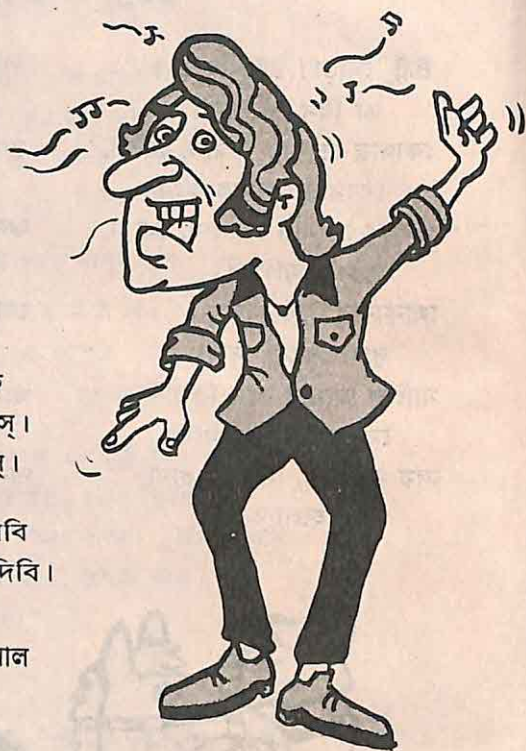
হাম্পটি ডাম্পটি
হ্যাড এ গ্রেট ফল
পড়েছে রে মরেছে রে
চল চল চল।
হাট্টিমাটিম টিম
ওরা মাঠে পাড়ে ডিম।
কান হলো ঝালাপালা
শেষ কর এই পালা
ভঙ্গ হোক সভা
বাহবা! বাহবা!

(১৯৭৪)

আদি :যখন বড়ো হবে

আদি যখন বড়ো হবে
চড়বে তখন হাতী।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
ওরাও হবে সাথী।
ওরা সবাই কী বলবে জানো ?
"হাতী !
তোর গোদাপায়ের লাথি।
হাতী !
তোর পায়ে কুলের আঁটি।"

আদি যখন বড়ো হবে
চড়বে তখন ঘোড়া।
পাড়ার যত ছেলেমেয়ে
সঙ্গ নেবে ওরা।
ওরা সবাই কী বলবে জানো
"ঘোড়া !
কেন চার পা তুলে ওড়া ?
ঘোড়া !
চল দুলকি চালে থোড়া।"

(১৯৭৬)

সমুদ্রস্নান

কেষ্টবাবুর সাগরস্নান
সে যেন এক অভিযান।
কেষ্টবাবু!
জলের থেকে বহুৎ দূরে
বসেন তিনি হাত পা মুড়ে।
কেষ্টবাবু!
বালুর উপর ব্যারিকেড
তাঁরই সেটা রেডিমেড।
কেষ্টবাবু!
দলের সবাই ঝাঁপায় জলে
সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে।
আর কেষ্টবাবু!
ভিজে বালু মাথায় ছোঁয়ান
এই তো কেমন সমুদ্রস্নান
কেষ্টবাবুর!

হঠাৎ আসে কুলছাপা ঢেউ
রুখতে তারে না পারে কেউ।
আহা কেষ্টবাবু!
যান বেচারি গড়াগড়ি
আমরা করি ধরাধরি।
হায় কেষ্টবাবু!
"ভেসে গেলুম! ডুবে গেলুম!
নাইতে এসে কী সুখ পেলুম!"
ক'ন কেষ্টবাবু!
পা ডোবে না, গা ভাসে না
ঢেউ ফিরে যায় মাখিয়ে ফেনা।
কেষ্টবাবু!
"জামা ভিজে কাপড় ভিজে
এখন আমি করি কী যে!"
যান কেষ্টবাবু!

(১৯৭৭)
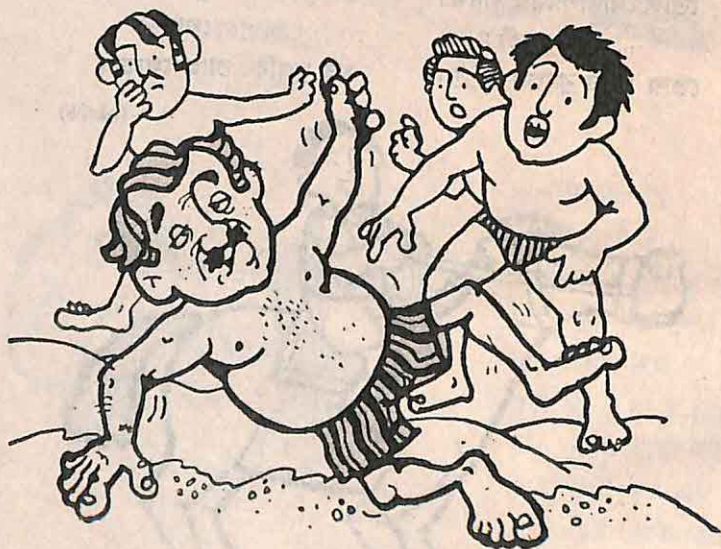
লিচুফল টক

রাজার মালী মেহের আলী,
লোকটি তুমি ভালো
ফুলে ফলে ভরা তোমার
বাগানটি জমকালো
ওরই ভিতর একটি ফল
আমাকে চমকালো।
এদেশে কেউ পায় না খেতে
মেলে না বাজারে
খেতে চাইলে যেতে হবে
বেঘোরে বেহারে
রাজার গাছে পেকে আছে
ঘন পাতার আড়ে!
রাজার মালী, মালীর রাজা
ঘুরছি তোমার পিছু
ওই ফলটি খেতে পেলে
আর চাইনে কিছু।
পেড়ে নিতে দাও না, চাচা
একটি শুধু লিচু।

একটি শুধু লিচু, খোকা
এক টুকরো সোনা
একটি গাছে ক'টি আছে
সবই আমার গোনা
একটি শুধু নিতে পারো
তার বেশী নিয়ো না।
এ লিচুটি মিঠে নয়
নয়কো শাঁসালো
আর একটা পেড়ে খাই,
মালীটি কী ভালো।
এটাও তো টক, বলতেই
তক্ষুনি তাড়ালো।
চোর! চোর! দৌড়! দৌড়!
মিটল আমার শখ
যাকেই দেখি তাকেই বলি,
লিচুফল টক।
লিচু কিন্তু মিষ্টি ছিল,
বাকীটা নাটক।

(১৯৭৯)

কিস্‌সা কাঠবিড়ালীকা

নাতনী এলেন কটক থেকে,
সঙ্গে হলো আনা
ক্ষীরী? পিঠে? নাড়ু? খাজা?
না না না না না না।
ছোট্ট বাঁশের টুকরিতে ওই
কী আছে অজানা?
চমকে উঠি ঢাকা খুলে—
কাঠবিড়ালীর ছানা!
গাছের ডালে বাসা ওদের
ছিল সেথায় খাসা,
কেমন করে ঘটল যে তার
নালার জলে ভাসা!

কারো চোখে পড়েনি, কাক
পায়নি নিশানা
আহা! ও কি বাঁচত! ওই
কাঠবিড়ালীর ছানা!

নাতনী ওকে কুড়িয়ে নিয়ে
ফিরিয়ে দিল ডালে
ডাল থেকে সে আবার পড়ে,
কী ছিল কপালে!
ঘরের ভিতর পাতা হল
মশারি বিছানা
বেড়াল যাতে তুলে না নেয়
কাঠবিড়ালীর ছানা!

নাতনী এলেন কলকাতায়
দেখবে ওকে আর কে?
তাই তো ওকে আনতে হল
যোধপুর পার্কে।
চোখে চোখে রাখেন ওকে
গোপন ঠিকানা
বিন্দি কুকুর যেন না পায়
কাঠবিড়ালীর ছানা।

দুধ দিলে ও খাবেনাকো
যদি না দাও চিনি,
ফীডিং বটল চুষে চুষে
দুধু খাবেন তিনি।
পাঁউরুটির নরম শাঁস
হয়েছে ওঁর খানা,
শুনছি এখন খই দিলে খান
কাঠবিড়ালীর ছানা।

হঠাৎ কোথায় পালিয়ে গেল
খুঁজে খুঁজে সারা,
ঘরে তখন লোডশেডিং,
কে দেবে পাহারা?
আলো জ্বলতে পাওয়া গেল
লুকানো আস্তানা,
ট্রাঙ্কের পেছনে ছিল
কাঠবিড়ালীর ছানা।

ক'দিন বাদে নাতনী আবার
কটক ফিরে যাবে
কেমন করে পুষবে ওকে
এই কথা সে ভাবে।
এমন কিছু শক্ত নয়,
পোষ মানালে মানা,
কিন্তু ও যে দুষ্টু বেজায়
কাঠবিড়ালীর ছানা।

কুট করে দেয় কামড়, যেন
আঙুলটা বিস্কুট
একটুখানি ফাঁক যদি পায়
তক্ষুনি দেয় ছুট।
চঞ্চল সে উড়ে যেত
থাকত যদি ডানা,
খাঁচায় ভরে যায় কি পোষা
কাঠবিড়ালীর ছানা!

গাছের ডালেই বাসা ওদের
সেইখানে ও যাবে
ফিরে গেলেই ফিরিয়ে দেবে
নাতনী আমার ভাবে।

ছড়িয়ে রাখা হবে রোজ
চাল ডাল দানা,
আপনি খাবে খুঁটে খুঁটে
কাঠবিড়ালীর ছানা।

বড় হয়ে থাকবে তখন,
কী করবে কাকে?
চুলবুলিয়ে পালিয়ে যাবে
ফাঁকিবাজ এক ফাঁকে।
পাড়ার কুকুর আসবে তেড়ে,
বেড়াল দেবে হানা
ল্যাজটি তুলে লাফিয়ে ফেরার
কাঠবিড়ালীর ছানা।

(১৯৭৮)

আগুন ! আগুন !

রাত বারোটা
    কাঁচা ঘুমটা হয়নি পাকা
পালং থেকে
    ঝাঁপিয়ে পড়েন নাগরা কাকা।
গোয়ালঘরে
    চেঁচিয়ে বলেন, 'আগুন ! আগুন।'
বাবা শোনেন
    তন্দ্রাঘোরে 'জাগুন ! জাগুন' !
চেয়ে দেখি
    আঁধার ঘরের চালের কোণে
সিঁদুর ফোঁটা
    বাড়ছে যেন ক্ষণে ক্ষণে !
আমরা তখন
    তিনজনাতে লেপের তলায়
আরাম ছেড়ে
    শীতের রাতে উঠতে কে চায় !
বাঁশ ফটাফট
    হাম্বা হাম্বা গোরুর কাঁদন
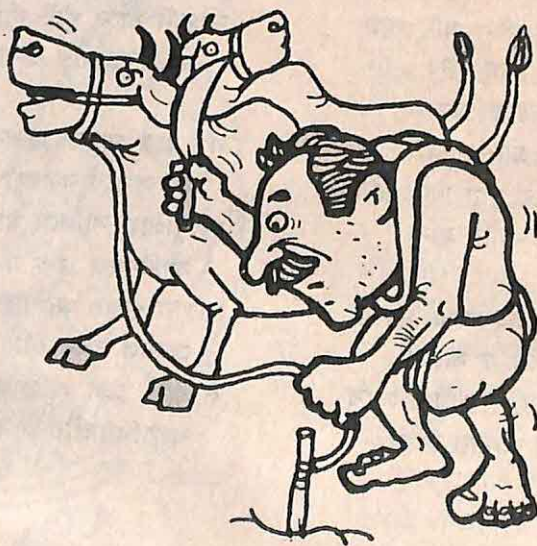
ক্ষিপ্র হাতে
কাকা তাদের কাটেন বাঁধন।
কেউ বা ছোটে
জল আনতে কুয়োর কাছে
কেউ বা হানে
ডালসুদ্ধ কলাগাছে।
আগুন ছড়ায়
বায়ুবেগে ঘর থেকে ঘর
মানুষ বাঁচে
বাঁচে নাকো মালপত্তর।
আদুল গায়ে
আগুন পোহাই টিলায় বসে
খড়ে ছাওয়া
বাস্তুভিটা পড়ে ধ্বসে।
বাবা যখন
লড়তে লড়তে খুব হায়রান
কাকা তখন
পাগল হয়ে বুক চাপড়ান।
ছাড়া পেয়ে
বর্তে গেছে অন্য সবাই
কিন্তু আহা
বাঁচেনিকো কয়েকটি গাই!
গিয়ে দেখি
আছে শুয়ে জ্যান্ত যেমন
ছায়া গোরু
ছাই দিয়ে তার কায়ার গড়ন।

(১৯৭৭)

ধাঁধা

কে যেন বলেছিল, "ঠিক ঠিকই?"
টিকটিকি। টিকটিকি! টিকটিকি!
কার যেন কে ছিল বাবর শা?
মাকড়সা! মাকড়সা! মাকড়সা!
কে যেন চুষে খায় কার খোকা?
ছারপোকা! ছারপোকা! ছারপোকা!
সাবাড় করে কে খেয়ে চাল চুলা?
আরসুলা! আরসুলা! আরসুলা!
ব্যাঙ্ কাকে বলেছিল, "ঘর নিকা?"
চামচিকা! চামচিকা! চামচিকা!
বর্ষায় কে করে ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙ্?
কোলাব্যাঙ! কোলাব্যাঙ! কোলাব্যাঙ!
প্যাঁক প্যাঁক করে কে হাঁসফাঁস?
পাতিহাঁস! পাতিহাঁস! পাতিহাঁস!
ওত পেতে কে রয়েছে, ওরে বাপ!
সাআআপ! সাআআপ! সাআআপ!

(১৯৭৪)

কাকতালীয়

গাছ ছিল ডাল ছিল
কাক ছিল তাল ছিল
কাক বলে, কা কা
পড়ে যা! পড়ে যা!
টিপ করে তাল গেল পড়ে।

তাল ছিল লাল ছিল
ফোলা ফোলা গাল ছিল
তাল বলে, হা হা
উড়ে যা! উড়ে যা!
ফস্ করে কাক গেল উড়ে।

কাকের কী কেরামতি
সবাই অবাক অতি
ডাক ছেড়ে কাকটাই
তালটাকে ধরাশায়ী
করল কী মন্ত্রের জোরে

তালের কী কুদরতি
সবাই অবাক অতি
তাক করে তালটাই
ডাল পানে তোলে হাই
তূক করে তাড়ায় শত্তুরে।

(১৯৭৮)

নাও ভাসান

প্রথম যেদিন নামে ঢল
নয়ালজুলিতে আসে জল।
বাড়ীর সামনে দেখি
বাঃ ভোজবাজি এ কি!
নদী বয়ে চলে কলকল
বাড়ীর সামনে হাঁটু জল।
কাগজকে কেটে করি চৌকা
বানাই সাধের যত নৌকা।
তারপর কৌশলে
ভাসাই নদীর জলে
ছেলেবেলা সে কেমন মওকা
লাল নীল কাগজের নৌকা।
কিছুদূর গিয়ে নাও টোল খায়
আরো দূরে আরেকটা ওলটায়।
নয়ানজুলির জলে
সপ্ত ডিঙা চলে
একটি কি পৌঁছবে লঙ্কায়?
বুক করে দুরু দুরু শঙ্কায়।

আমিও যেতুম চলে সঙ্গে
বাইতে বাইতে তরী রঙ্গে।
তখন ছোট্ট আমি
দোর গোড়াতেই থামি।
জলকাদা মাখি সারা অঙ্গে।
বড়ো হলে চলতুম সঙ্গে।

(১৯৭৫)

সাঁতার

ধন্যি তোমার বুকের পাটা
সন্ধে সকাল সাঁতার কাটা!
দাদা,
রাত্তিরে দেয় গায়ে কাঁটা।
ডুব সাঁতারে চিৎ সাঁতারে
তোমার সঙ্গে কেউ কি পারে।
চাচা,
আপনা বাঁচাই দীঘির ধারে।
স্রোত নেই যার সে তো ডোবা
কাপড় কাচে ঝন্টু ধোবা
সেথায়
সাঁতার কাটা পায় কি শোভা!
দূরে আছে বহতা নদী
দাদা যাবেন সেই অবধি
সাথে
আমরাও যাই, ডোবেন যদি।
ডুব সাঁতারে চিৎ সাঁতারে
দাদা গেলেন চোখের আড়ে।
"দাআ—দাআ"
সাড়া না পাই সে চিৎকারে।

বুদ্ধি খেলে যায় যে মাথায়
দেখতে হবে দাদা কোথায়।
হঠাৎ
উঠে বসি বিদেশী নায়।
দাদা ভাসেন আমরা ভাসি
কাছাকাছি যখন আসি
তখন
দাদার মুখে ফোটে হাসি।
দাদা বলেন, বাঁচালি ভাই
ভবনদীর কিনারা নাই।
ভাবি
পরলোকে হবে কি ঠাঁই!
মাঝিরা দেয় পৌঁছে ডাঙায়
দাদা তখন দু'চোখ রাঙায়।
হাঁ রে!
এরই জন্যে টাকা কে চায়!
ফিরে চল দীঘির টানে
দাদা বলেন কানে কানে
বাব্বা!
আমারও ধড় ফিরল প্রাণে।

(১৯৭৬)

বাঘের গন্ধ পাঁউ

শোন, শোন, দাদা
গোরুকে যে গোরু বলে তার নাম গাধা।
শোন, শোন, ভাই
সেবার কেমন করে প্রাণে বেঁচে যাই।
গোরুর গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছি তখন
পথের দু'ধারে দেখি বন আর বন।
আধো ঘুমে আধো জেগে রাত্রি আঁধার
দূর থেকে ভেসে আসে গন্ধটা কার?
গাড়োয়ান, গাড়োয়ান, কিসের এ গন্ধ?
নাম করব না, খোকা, নাক করো বন্ধ।
দূর থেকে শোনা যায়, হয় যে মালুম
ওটা কি মনের ভ্রম, হালুম হালুম?
গাড়োয়ান, গাড়োয়ান, কাকে করো সন্দ?
নাম করব না, খোকা, কান করো বন্ধ।
গোরু দুটো বোঝে সবই, দুদ্দাড় দৌড়
কে যেন করেছে তাড়া ডাকাত কি চৌর।
ঝাঁকুনির চোটে আমি যাই গড়াগড়ি
এই আসে, এই ধরে, সেই ভয়ে মরি।
দশটি মিনিটে পার দু'মাইল পাকা
ও দুটি মাইল ছিল বাঘের এলাকা।
খোকাবাবু, খোকাবাবু, কেটে গেছে মন্দ
আওয়াজ মিলিয়ে গেছে, মিলিয়েছে গন্ধ।
গাড়োয়ান, গাড়োয়ান, খুলে দাও পাক
জল দাও, জাব দাও, ওরাও জুড়াক।

চক্রবর্তীর তীর্থযাত্রা

ঘোটকবাহন! ঘোটকবাহন!
কোথায় তোমার যাওন?
যমুনোত্রী দেখন আর
গঙ্গোত্রী পাওন।

বাঁয়ে তোমার পাহাড় খাড়া
ডাইনে তোমার খাদ
বাহন তোমার হড়কালে পা
ঘটবে যে প্রমাদ!
বাহন আমার খুব হুঁশিয়ার
টিপে টিপে যাওন
দিনের শেষে চটিঘরে
বিরিয়ানি খাওন।

ঘোটকবাহন! ঘোটকবাহন!
হায়, কী হল ওই!
ঝুলছ তুমি গাছের ডালে
বাহন তোমার কই!

বাহন আমার হঠাৎ কেন
চিঁহিঁ করে ধাওন
মাথার উপর গাছের ডাল
ভাগ্যে হাতে পাওন!

ঘোটকবাহন! ঘোটকবিহীন
লাগছে কী রকম?
পাই কি না-পাই রাতের খাওন
মোরগ মোসল্লম!

(১৯৭৮)

হুকুম

এই ছোকরা।
আলুবোখরা
আখরোট কিসমিস
চার পয়সায়
যা নিয়ে আয়
না আনলে—ডিসমিস।

(১৯৭৩)

পায়রা

জয়া আর অমিত রায়রা
পুষেছিল লক্কা পায়রা
একদিন পায়রা মহলে
দেখা গেল পড়েছে ভূতলে
ছোট যে এতটুকু ছানা
জখম রয়েছে গায়ে নানা।

জয়া তাকে নিয়ে যায় ঘরে
সযতনে সেবা তার করে।
ভেবেছিল ফিরে নেবে মা
মাও তাকে ফিরে নিল না।
আর কোন গতি নেই তার
জয়া নিল পাখীটির ভার।

সারাদিন পাখী নিয়ে থাকে
সারা রাত বিছানায় রাখে
আর সব পায়রার দল
ভোগ করে পায়রা মহল!
এক দিন নিশুতি আঁধারে
কুকুর ঢুকল চুপিসারে।

ভোর হলে দেখা গেল লক্কা
সব কটা একদম অক্কা
সে সময় ছিল না পাহারা
জয়া সে তো কেঁদে হয় সারা।
মন্দের এইটুকু আচ্ছা
বেঁচে গেল শুধু সেই বাচ্চা।

ভাগ্যিস হলো সে জখম
নয়তো তাকেও নিত যম।
শোক মাঝে সান্ত্বনা এই
যে মরত বেঁচে গেল সে-ই।
জয়া আর অমিত রায়রা
পুষবে না কখনো পায়রা।
কিন্তু বলো তো প্রাণ ধরে
এর মায়া কাটাবে কী করে?

(১৯৬৩)

হিংসুটে

পিসী, তুমি মাসী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মাসী?
পিসী, তুমি ওদের মাসী হলে
কেমন করে তোমায় ভালোবাসি!

হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও মাসী।

পিসী, তুমি মামী কেন হবে
তোমায় ওরা ডাকছে কেন মামী?
পিসী, তুমি ওদের মামী হলে
কেমন করে ভালোবাসি আমি!
হিংসুটে।
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও মামী।

পিসী, তুমি কাকী কেন হবে?
তোমায় ওরা ডাকছে কেন কাকী!
পিসী, তুমি ওদের কাকী হলে
কেমন করে পিসী বলে ডাকি!
হিংসুটে!
সবাই ওরা হিংসুটে
আমার পিসী নেয় লুটে।
কক্ষনো না!
পিসী তুমি, নও কাকী।

(১৯৭৪)

আমার ঘরে আমি রাজা

আমার ঘরে আমি রাজা
তোদের তাতে কী ?
খাচ্ছি কেমন তিলে খাজা
তোদের তাতে কী ?
ফুলুরি আর বাদাম ভাজা
তোদের তাতে কী ?

চৌকি আমার সিংহাসন
তোদের তাতে কী ?
হাবলু গাবলু সভাজন
তোদের তাতে কা ?
পুষি বাঘা প্রজাগণ
তোদের তাতে কী ?

দিগ্‌বিজয়ে যাবেন রাজা
তোদের তাতে ক। ?
দুশমনদের দেবেন সাজা
তোদের তাতে কী ?
বাজা, বাজা, বাদ্যি বাজা
জয় মহারাজকী !

(১৯৭৯)

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার